2nd Sem. C - 3, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

বিষয় ঃ

ভবভূতির আত্মপরিচয়, কালসীমা ও রচনা।

Scanned with CamScanner

ভবভূতি :

কালিদাসোত্তর যুগের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ভবভূতি। ভবভূতি তিনখানি নাটক রচনা করেন--'মহাবীরচরিত', 'মালতীমাধব' ও 'উত্তররামচরিত'। তাঁর নাটকে বিশেষত মহাবীরচরিতের প্রস্তাবনায়, তিনি আত্মপরিচয় দিয়ে গেছেন--)

"অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়াঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিন উদুম্বরনামানো ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্র-কীর্তের্নীলকণ্ঠস্যাত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভবভূতির্নাম জতুকর্ণীপুত্রঃ কবির্মিত্রধেয়মস্মাকমিতি ভবন্তো বিদাংকুর্বন্তু।"[১]

(ভবভূতির এই আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়--কবির বংশ ছিল বৈদিক কাশ্যপ বংশ এবং তাঁর পিতা নীলকণ্ঠ ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ভবভূতির মাতা জাতুকর্ণী। পিতামহ ভট্টগোপাল নিজেই ছিলেন একজন মহাকবি। তাঁদের বসবাস ছিল বিদর্ভরাজ্যের পদ্মপুর গ্রামে। ভবভূতির আসল নাম ছিল 'শ্রীকণ্ঠ'। টীকাকারদের মতে 'ভবভূতি' হল শ্রীকণ্ঠের উত্তরকালে গৃহীত উপাধি। ভবভূতি বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, যোগ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। এইটুকু ছাড়া ভবভূতি তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধে কিংবা তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা সম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট উল্লেখ করেননি। কাশ্মীরের কবি কল্‌হণ তাঁর ঐতিহাসিক কাব্য 'রাজতরঙ্গিণী'তে উল্লেখ করেছেন, ভবভূতি ও বাক্‌পতিরাজ ছিলেন কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মার (রাজত্বকাল খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ) সভাকবি)

কবির্বাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতৌ যযৌ যশোবর্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্।।[২]

বাক্‌পতিরাজও তাঁর গৌড়বহো কাব্যে ভবভূতির কাছে ঋণস্বীকার করেছেন :

ভবভূতিজলধি-নির্গত-কাব্যামৃতরসকণাইব স্ফুরন্তি।
যস্য বিশেষা অদ্যাপি বিকটেষু কথানিবেশেষু।।[৩]

গৌড়বহো কাব্যের রচনাকাল ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।

বামনের কাব্যালঙ্কারে ভবভূতির উল্লেখ আছে।[৪] বামনের গ্রন্থরচনাকাল মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী ধরা হয়। সুতরাং ভবভূতির আবির্ভাবের ঊর্ধ্বতর কালসীমা হল খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী। অন্যদিকে কালিদাস বা বাণভট্টের

Scanned with CamScanner

কাব্যে ভবভূতির কোনো উল্লেখ নেই, বরং ভবভূতির কাব্যে কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। সুতরাং ভবভূতির আবির্ভাব কালিদাস ও বাণভট্টের পরে, এবং বামনের আগে এরকম-সিদ্ধান্ত করা যায়। মোটামুটিভাবে ভবভূতির আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী ধরা হয়।

মহাবীরচরিত : এই নাটকটি ভবভূতির প্রথম নাটক। এই নাটকটি সাতটি অঙ্কে সমাপ্ত। তবে কেউ কেউ মনে করেন শেষ দুই অঙ্ক ভবভূতি রচনা করেন নি, ঐ দুই অঙ্ক সুব্রহ্মণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ রচনা করেন। এই নাটকে রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক তাড়কা রাক্ষসী বধ থেকে শুরু করে রামচন্দ্রের সিংহাসনলাভ পর্যন্ত রামকাহিনী বর্ণিত। সাধারণ বিচারে মহাবীরচরিত নাটকের কাহিনীর উৎস বাল্মীকি-রামায়ণ হলেও ভবভূতির নাটকের কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। বিবাহের আগে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতা-উর্মিলার প্রাথমিক পরিচয় হয়েছিল বিশ্বামিত্রের আশ্রমে—এই ঘটনাটি ভবভূতির অভিনব সৃষ্টি। তারপরে রাম-রাবণের দ্বন্দ্বের উৎসটি এখানে পৃথক্। রাবণ সীতাকে বিবাহ করার প্রস্তাব জানিয়ে মিথিলায় দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সীতাকে বিবাহ করেন রামচন্দ্র, রাবণের দূত প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যায়, এই অসম্মানই রাবণের মনে ঈর্ষার বীজ উপ্ত করে। রাবণই সূর্পণখাকে মন্থরার ছদ্মবেশে পাঠান-কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রণা দেবার জন্য। এদিকে রাবণের মন্ত্রী কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বালিকে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। তখন রামচন্দ্র বালিকে নিহত করেন। এ পর্যন্ত কাহিনী-পরিকল্পনায় ভবভূতির মৌলিকতা স্পষ্টতই চোখে পড়ে ; এর পরের অংশে কাহিনী রামায়ণকে অনুসরণ করেছে। রামচন্দ্র রাবণবধ করে সীতাকে উদ্ধার করে আনেন এবং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

এই নাটকে চরিত্র পরিকল্পনাতেও ভবভূতির কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। মূল রামায়ণে রামচরিত্রে যথেষ্ট দুর্বলতা ও ত্রুটি রয়েছে। ভবভূতির রামচরিত্র সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন।

সংযমের অভাব এই নাটকটির অন্যতম ত্রুটি। সংলাপে অসংযত দীর্ঘ বক্তৃতাগুলি নাটকের ঘটনা ও সংহতিকে গৌণ করে নাটকটিকে বিবৃতিমূলক করে তুলেছে। স্বাভাবিকতার অভাব নাটকটির ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

উত্তররামচরিত : উত্তররামচরিত ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা। এবং মনে হয় এই নাটকটি তাঁর পরিণত লেখনীর সৃষ্টি। সাতটি অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকটি বোধহয় মহাবীরচরিতের পরিপূরক রূপেই ভবভূতি রচনা করেছিলেন। কারণ এই নাটকে রামচন্দ্রের সিংহাসনলাভের পরবর্তী জীবন-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সিংহাসন লাভের পর সীতার বনবাস থেকে সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের পুনর্মিলন পর্যন্ত বারোবছরের কাহিনী উত্তররামচরিতের উপজীব্য। এই নাটকে রামায়ণ থেকে মূল কাহিনী গৃহীত হলেও কবিকল্পনার নিজস্ব সৃষ্টি কম নেই। রামের সঙ্গে বাসন্তীর সাক্ষাৎ, ছায়াসীতা প্রসঙ্গ, লবের সঙ্গে চন্দ্রকেতুর সংঘর্ষ, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী এবং রামের বিমাতাদের বাল্মীকির আশ্রমে আগমন, আলেখ্য দর্শন, তমসা ও মুরলার কথোপকথন প্রভৃতি ঘটনা ভবভূতির

Scanned with CamScanner

নিজস্ব পরিকল্পনা। সর্বশেষে রামায়ণের বিয়োগান্তক কাহিনীকে ভবভূতি মিলনাত্মক করে উপস্থাপিত করেছেন। এখানে কবি-প্রতিভার ঐতিহ্যের প্রভাবমুক্ত প্রত্যয়দৃঢ় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রশংসনীয়।

উত্তররামচরিতে রামচন্দ্র ও সীতার বিরহ ও পরিশেষে মিলনের মাধ্যমে দাম্পত্য প্রেমকে দুঃখের তপস্যায় বিশুদ্ধ করে আদর্শরূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এদিক থেকে কালিদাসের সঙ্গে তাঁর অংশত সাদৃশ্য রয়েছে। তবু সামগ্রিক বিচারে কালিদাসের কাব্য সুখসমৃদ্ধি পরিপূর্ণতার কাব্য, ভবভূতির কাব্য দুঃখবিষাদবিরহে সমাচ্ছন্ন। করুণরস সৃষ্টিতে ভবভূতি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়।[৫]

ভবভূতির নাটকে প্রেমের যে পরিশুদ্ধ আদর্শ রূপটি উপস্থাপিত হয়েছে তা বাস্তবতা-বর্জিত হয়নি। নাট্যকার বাস্তব মানুষেরই অন্তস্তলে এই বিষাদকরুণ শুদ্ধপ্রেমের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। জীবন সম্পর্কে ভোগ ও উল্লাসের দৃষ্টি ভবভূতির নয়। গম্ভীর বিষণ্ণতার সঙ্গে জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণদৃষ্টিতে তিনি গ্রহণ করেছেন।

চরিত্রবিশ্লেষণেও ভবভূতির বিচক্ষণতা রয়েছে। রামচন্দ্রের চরিত্রে একদিকে রাজকর্তব্যের কঠোরতা অন্যদিকে নির্বাসিতা সীতার জন্যে তাঁর মানবহৃদয়ের আর্তক্রন্দন অপূর্ব কারুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত—'অপি গ্রীবা রোদিতি, অপি দশতি বজ্রস্য হৃদয়ম্।'

ভবভূতির নিসর্গচিত্রেও এই গম্ভীর কারুণ্যের ছায়া পড়েছে। তাঁর প্রাকৃতিক বর্ণনায় ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্য নেই, কিন্তু আছে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ।

মালতীমাধব : এই নাটকটি একটি দশাঙ্ক প্রকরণ। মালতীমাধবের কাহিনীতেও অভিনবত্ব আছে। কবিও সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি দাবি করেছেন এই নাটকের কাহিনী তাঁর নিজস্ব রচনা, মহাকাব্য বা পুরাণের গতানুগতিক কাহিনী নয়। গুণাঢ্যের বৃহৎকথায় অনুরূপ কাহিনীর বীজ পাওয়া গেলেও মালতীমাধবের কাহিনী পরিকল্পনা থেকেই বোঝা যায় লেখক ঐ পুরাতন উৎস থেকে যথেষ্ট সরে এসেছেন। প্রেম অবশ্যই তাঁর নাটকেরও উপজীব্য, কিন্তু এ প্রেম গতানুগতিক ধারার রাজার সুখী-সৌখীন প্রেম নয়, মধ্যবিত্ত একটি ছাত্রের সঙ্গে মন্ত্রী-কন্যা মালতীর সংঘর্ষকরুণ প্রেম এই নাটকের উপজীব্য। এদের মিলনের পথে স্বাভাবিকভাবে বাধা এসেছে রাজার নর্মসচিব নন্দন যখন মালতীকে বিবাহ করতে চেয়েছেন। এদের মধ্যে পরিশেষে যে মিলন হয়েছে সেও কোনো অতিনাটকীয় বা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। কামন্দকী নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুণী অনেক কৌশলে এদের মধ্যে মিলনসাধন করেছেন। নাটকের এই মূল কাহিনীর পাশে আরো একটি গৌণকাহিনী রয়েছে—মদয়ন্তিকার সঙ্গে মকরন্দের প্রণয়কাহিনী।

মালতীমাধব নাটকের মধ্যে উপ-কাহিনীটি মূল কাহিনীটির রসপুষ্টিতে সহায়তা

Scanned with CamScanner

করলেও, উপকাহিনী যোজনায় নাট্যকার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি। উপকাহিনীকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়ায় মূল কাহিনীই গৌণ হয়ে পড়েছে।

নাটকের জটিল ঘটনাবিন্যাসে কৌতূহল (suspense) সৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় আছে, কিন্তু সংযমের অভাবের জন্য কাহিনী পল্লবিত মনে হয়। শেষ দুই অঙ্ক অনেকাংশেই অবান্তর।

নাটকের মধ্যে ভাবের উচ্ছ্বাস ও কবিত্বের আধিক্য তাঁর নাট্যগুণকে ক্ষুণ্ণ করে দিয়েছে।

এ সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সমগ্র সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসে মালতীমাধব নাটকের নিজস্ব ভূমিকা থাকবে। তার কারণ মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব চরিত্র অবলম্বনে নাটক রচনায় এইটি অগ্রণী ও শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী। মধ্যবিত্ত সমাজের ছাত্রের সঙ্গে ধনী দুহিতার প্রণয়—বিষয়বস্তুর এই আধুনিকতা আমাদের যুগে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নাটকটির মধ্যে স্থানে স্থানে অকৃত্রিম কাব্যগুণও প্রশংসার যোগ্য।

Scanned with CamScanner